



31819 - উমরা করার পদ্ধতি

প্রশ্ন

আমি উমরা করার পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে জানতে চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

দুইটি শর্তপূরণ হওয়া ছাড়া কোন ইবাদত আল্লাহর দরবারকেবুল হয় না:

১. আল্লাহর জন্য মুখলসি (একনষিঠ) হওয়া। অর্থাৎ সে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালকে উদ্দেশ্য করা; প্রদর্শনচ্ছা বা প্রচারপ্রয়িতার উদ্দেশ্যনো করা অথবা অন্য কোন দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে না করা।

২. কথা ও কাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ বা আদর্শ জানা ছাড়া তাঁকে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং যবে ব্যক্তি উমরা, হজ্ব বা অন্যকোন ইবাদত পালনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চায় তার কর্তব্য হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ শিখে নয়ো; যাতো তার আমল রাসূলরে সুন্নাহ মোতাবেক হয়। নমিনে আমরা সুন্নাহরআলোকউমরা আদায়রে পদ্ধতি সংক্ষেপে তুলে ধরব। উমরার কাজ চারটি:

এক:ইহরাম

ইহরাম মানে হচ্ছে- নুসুকে তথা হজ্ব বা উমরাতো প্রবশেরে নয়িত।

কউে যদি ইহরাম করতে চায় তখন সুন্নত হচ্ছে- সে ব্যক্তি কাপড়-চোপড় ছড়ে ফরজ গোসলের মত গোসল করবে, মাথা বা দাঁড়িতে মসিক বা অন্য যবে সুগন্ধিতার কাছ থেকে থাকে সেটো লাগাবে। সুগন্ধি আলামত যদি ইহরাম করার পরেও থেকে যায় তাতো কোন অসুবিধা নই। যহেতে সহহি বুখারি ও সহহি মুসলমি আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইহরাম করতে চাইতনে তখন নিজের কাছ থেকে সবচেয়ে ভাল যবে সুগন্ধি আছে সেটো ব্যবহার করতনে। ইহরাম করার পরে আমি তাঁর মাথা ও দাঁড়িতে সে সুগন্ধি বলিকিদখেতে পতোম। [সহহি বুখারি (২৭১) ও সহহি মুসলমি (১১৯০)] নর-নারী উভয়েরে ক্ষতেরে ইহরামেরে জন্য গোসল করা সুন্নত। এমনকি হায়যে ও নফাসগ্রস্ত নারীদেরে ক্ষতেরেও। কেননা আসমা বনিতো উমাইস (রাঃ) নফাসগ্রস্ত ছিলনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইহরামেরে জন্য গোসল করার



ও রক্ত প্রবাহের স্থান একটি কাপড় দিয়ে বঁধে নিয়ে ইহরাম করার নরিদশে দিয়েছেন।[সহিহ মুসলিম (১২০৯)]

গোসল ও সুগন্ধি ব্যবহারের পর ইহরামের কাপড় পরিধান করবে। এরপর ফরজ নামাযের ওয়াক্ত হলে ফরজ নামায আদায় করবে। ফরজ নামাযের ওয়াক্ত না হলে ওজুর সুন্নত হিসেবে দুই রাকাত নামায আদায় করবে। নামাযের পর কবিলামুখি হয়ে ইহরাম বাঁধবে। ইচ্ছা করলে বাহনে (গাড়ীতে) উঠে যাত্রার প্রাক্কালে ইহরাম করতে পারবে। তবে মীকাত থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়ার আগে ইহরাম করতে হবে। এরপর বলবেন:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِعُمْرَةٍ

লাব্বাইকাল্লাহুম্মা বি উমরাতনি (অর্থ- হে আল্লাহ! উমরাকারী হিসেবে আপনার দরবারে হাজরি)। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যভোবে তালবয়া পড়ছেন সভোবে তালবয়া পড়বে। সেই তালবয়া হচ্ছে-

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ

লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকাল শারিকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নালা হামদা ওয়ান নন্মিতা লাকা ওয়াল মুলক। লা শারিকা লাক।

(অর্থ- হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে হাজরি। আমি আপনার দরবারে হাজরি। আমি আপনার দরবারে হাজরি। আপনি নরিঙ্কুশ। আমি আপনার দরবারে হাজরি। নশ্চিয় যাবতীয় প্রশংসা, যাবতীয় নয়োমত আপনার-ই জন্য এবং রাজত্ব আপনার-ই জন্য। আপনি নরিঙ্কুশ।)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও একটি তালবয়া পড়তেন সটো হচ্ছে-

لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ

লাব্বাইকা ইলাহাল হাক্ব (অর্থ- ওগো সত্য উপাস্য! আপনার দরবারে হাজরি)।

ইবনে উমর (রাঃ) আরকেটু বাড়িয়ে বলতেন:

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

লাব্বাইকা ওয়া সাদাইক। ওয়াল খাইরু বি ইয়াদাইক। ওয়ার রাগবাই ইলাইকা ওয়াল আমাল। (অর্থ- আমি আপনার দরবারে হাজরি, আমি আপনার সটোজন্যে উপস্থিতি। কল্যাণ আপনার-ই হাতে। আকাঙ্ক্ষা ও আমল আপনার প্রতি নিবিদেতি)। পুরুষরো উচ্চস্বরে তালবয়া পড়বে। দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: জব্রাইল (আঃ) এসে আমাকে

নরিদশে দয়িছেনে আমি যনে আমাদরে সাহাবীদরেককে ও আমার সঙ্গদিরেককে উচ্চস্বরতে তালবয়্যা পড়ার আদশে দহি। [সহহি আবু দাউদ গ্রন্থে (১৫৯৯) আলবানী হাদিসটিকে সহহি বলছেনে] আরকেটি দললি হচ্ছ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “উত্তম হজ্ব হচ্ছ- আল-আজ্জ ও আল-সাজ্জ।” [সহহিল জামে গ্রন্থে (১১১২) আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলছেনে] আল-আজ্জ (الْعَجَّة) শব্দরে অর্থ হচ্ছ- উচ্চস্বরতে তালবয়্যা পড়া। আর আল-সাজ্জ (السَّجَّة) শব্দরে অর্থ হচ্ছ- হাদরি রক্ত প্রবাহতি করা।

আর নারী এতটুকু জোরতে তালবয়্যাপড়বে যাতে পাশরে লোক শুনতে পায়। তবে পাশে যদি কোনে বগোনা পুরুষ থাকে তাহলে মনে মনে তালবয়্যাপড়বে।

যে ব্যক্তি ইহরাম করতে যাচ্ছেনে তিনি যদি কোনে প্রতবিন্ধকতায়মেন রোগে, শত্রু বা গ্রফেতার ইত্যাদি কারণে নুসুকতথা হজ্ব বা উমরা শেষে করতে না পারার আশংকা করনে তাহলে ইহরাম বাঁধার সময় শরত করে নয়ো বাঞ্ছনীয়। ইহরামকালে তিনি বলবনে:

إِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي

ইন হাবাসানি হাবসে ফা মাহল্লি হাইসু হাবাসতানি (অর্থ- যদি কোনে প্রতবিন্ধকতা- যমেন রোগে, বলিম্ব ইত্যাদি আমার হজ্ব পালনে- বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আমি যখনে প্রতবিন্ধকতার শকার হই সখোনে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাব)। কনেনা দুবাআ বনিতা যুবাইর (রাঃ) অসুস্থ থাকায় ইহরাম বাঁধাকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে শরত করার নরিদশে দয়িছেনে এবং বলছেনে: “তুমি যে শরত করছে সেটো তোমার রবরে নকিটগ্রহণযোগ্য।” [সহহি বুখারি (৫০৮৯) ও সহহি মুসলমি (১২০৭)] যদি ইহরামকারী শরত করে থাকে এবং নুসুক সম্পন্ন করণে প্রতবিন্ধকতার সম্মুখীন হয় তাহলে সে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে। এতে করে তার উপর অন্য কোনে দায়িত্ব আসবে না। আর যদি নুসুক সম্পন্ন করণে কোনে প্রতবিন্ধকতার আশংকা না থাকে তাহলে শরত না করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরত করেনি এবং সাধারণভাবে সবাইকে শরত করার নরিদশে দনেনি। দুবাআ বনিতা যুবাইর (রাঃ) অসুস্থ হওয়ার কারণে শুধু তাকে শরত করার নরিদশে দয়িছেনে। ইহরামকারীর উচতি অধিক তালবয়্যা পাঠ করা। বিশেষতঃ সময় ও অবস্থার পরিবর্তনগুলোতে। যমেন উঁচুতে উঠার সময়। নীচুতে নামার সময়। রাত বা দিনরে আগমনকালে। তালবয়্যা পাঠরে পর আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত প্রার্থনা করা এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

উমরার ক্ষত্রেই ইহরামের শুরু থেকে তওয়াফ শুরু করার আগ পর্যন্ত তালবয়্যা পড়া বধান রয়েছে। তওয়াফ শুরু করলে তালবয়্যা পড়া ছেড়ে দবি।

মক্কায় প্রবশেরে জন্য গোসল: মক্কার কাছাকাছি পৌঁছলে সম্ভব হলে মক্কায় প্রবশেরে জন্য গোসল করে নবি। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা প্রবশেরে সময় গোসল করছেলিনে। [সহহি মুসলমি (১২৫৯)]

দুই: তওয়াফ

মসজিদে হারামে প্রবেশের সময় ডান পা আগে দবি এবং বলবে:

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ
وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

(অর্থ- আল্লাহর নামে শুরু করছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক। হে আল্লাহ! আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দনি। আমার জন্য আপনার রহমতের দুয়ারগুলো খুলে দনি। আমি বিতাড়িত শয়তান হতে মহান আল্লাহর কাছে তাঁর মহান চহোরারমাধ্যমে, তাঁর অনাদি রাজত্বেরমাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)

এরপর তওয়াফ শুরু করার জন্য হাজারে আসওয়াদে দিকে এগিয়ে যাবে। ডান হাত দিয়ে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করবে ও চুমু খাবে। যদি হাজারে আসওয়াদে চুমু খেতে না পারে হাত দিয়ে স্পর্শ করবে ও হাতে চুমু খাবে (স্পর্শ করার মান হচ্ছ- হাত দিয়ে ছোঁয়া)। যদি হাত দিয়ে স্পর্শ করতে না পারে তাহলে হাজারে আসওয়াদে দিকে মুখ করে হাত দিয়ে ইশারা করবে এবং তাকবীর বলবে; কিন্তু হাতে চুমু খাবে না। হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করার ফজলিত অনেকে। দলিল হচ্ছ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বানী: “আল্লাহ তাআলা হাজার আসওয়াদকে পুনরুত্থতি করবেন। তার দুইটি চোখ থাকবে যে চোখ দিয়ে পাথরটি দেখতে পাবে। তার একটি জিহ্বা থাকবে যে জিহ্বা দিয়ে পাথরটি কথা বলতে পারবে। যে ব্যক্তি সঠিকভাবে পাথরটিকে স্পর্শ করেছে পাথরটি তার পক্ষে সাক্ষ্য দবে। [আলবানী আল-তারগীব ও আল-তারহীব (১১৪৪) গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

তবে উত্তম হচ্ছ- ভড়ি না করা। মানুষকে কষ্ট না দোয়া এবং নজিও কষ্ট না পাওয়া। যহেতে হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি উমরকে লক্ষ্য করে বলেছেন- “হে উমর! তুমি শক্তিশালী মানুষ। হাজারে আসওয়াদে নকিট ভড়ি করে দুর্বল মানুষকে কষ্ট দিও না। যদি ফাঁকা পাও তবে স্পর্শ করবে; নচেৎ হাজারে আসওয়াদমুখী হয়ে তাকবীর বলবে। [মুসনাদে আহমাদ (১৯১), আলবানী তাঁর ‘মানাসকিল হাজ্জ ও উমরা’ গ্রন্থে হাদিসটিকে ‘কাওয়া’ (শক্তিশালী) মন্তব্য করছেন] এরপর ডানদিক ধরে চলতে থাকবে। বায়তুল্লাহকে বামদিকে রাখবে। যখন রুকনে ইয়ামনৌতে (হাজারে আসওয়াদে পর তৃতীয় কর্নার) পৌঁছবে তখন সে কর্নারটি চুমু ও তাকবীর ছাড়া শুধু স্পর্শ করবে। যদি স্পর্শ করা সম্ভব না হয় তাহলে তওয়াফ চালিয়ে যাবে; ভড়ি করবে না। রুকনে ইয়ামনৌ ও হাজারে আসওয়াদে মাঝখানে এলবেলবনে:

(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)

(অর্থ- হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখরোতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদের দোষের আযাব থেকে রক্ষা করুন।) [সুনানে আবু দাউদ, আলবানী ‘সহিহ আবু দাউদ’ গ্রন্থে হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলেছেন]



যখনই হাজারে আসওয়াদরে পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখনই হাজারে আসওয়াদ অভিমুখী হয়ে তাকবীর বলবে। তওয়াফরে অন্য অংশে যা কিছু খুশি যিকিরি, দুআ ও কুরআন তলোওয়াত করবে। বায়তুল্লাহতে তওয়াফরে বধিান দয়ো হয়েছে আল্লাহর যিকিরকে সমুন্নত করার জন্য। তওয়াফরে মধ্যে পুরুষকে দুইটাজিনিশি করতে হয়।

১. তওয়াফরে শুরু থেকে শেষে পর্যন্ত ইজতবো করা। ইজতবো মানে- ডান কাঁধ খালি রেখে চাদররে মাঝরে অংশ বগলরে নীচ দিয়ে এনে চাদররে পার্শ্ব বাম কাঁধরে উপর ফলে দেয়ো। তওয়াফ শেষে করার পর চাদর পূর্বরে অবস্থায় ফরিয়ি নবি। কারণ ইজতবো শুধু তওয়াফরে মধ্যে করতে হয়।

২. তওয়াফরে প্রথম তনি চক্করে রমল করা। রমল মানে হচ্ছে- ছোট ছোট পদক্ষেপে দ্রুত হাঁটা। আর বাকী চার চক্করে রমল নই বধিয় স্বাভাবিকি গতিতে হাঁটবে। সাত চক্কর তওয়াফ শেষে করার পর ডান কাঁধ ঢেকে নিয়ে মাকামে ইব্রাহমি আসবে এবং পড়বে-

(وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى)

(অর্থ- আরতমেরা মাকামে ইব্রাহমিকে তথা ইব্রাহীমরেদাঁড়ানটেরজায়গাকনোমাযরেজায়গাবানাও।) [সূরা বাকারা, আয়াত: ১২৫] অতঃপর মাকামে ইব্রাহমি পছিনে দুই রাকাত নামায আদায় করবে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতহির পর সূরা কাফরিন পড়বে। দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতহির পর সূরা ইখলাস পড়বে। নামায শেষে করার পর হাজারে আসওয়াদরে নকিট এসে সম্ভব হলে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করবে। এক্ষেত্রে শুধু স্পর্শ করা সুন্নত। যদি স্পর্শ করা সম্ভবপর না হয় তাহলে ফরি আসবে; ইশারা করবে না।

তনি: সায়ী

এরপর মাসআ (সায়ীস্থল) তে আসবে। যখন সাফা পাহাড়রে নকিটবর্তী হবে তখন পড়বে

(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)

(অর্থ-“নঃসন্দহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা’আলার নদির্শনগুলটের অন্যতম”)[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৮] এরপর বলবে:
(نَبِّدْأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ) (অর্থ- আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করছেন আমরাও তা দিয়ে শুরু করছি)

অতঃপর সাফা পাহাড়ে উঠবে যাত করে কাবা শরফি দখেতে পায়। কাবা নজরে আসলে কাবাকে সামনে রেখে দুই হাত তুলে দুআ করবে। দুআর মধ্যে আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং যা ইচ্ছা দুআ করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে দুআর মধ্যে ছিল-



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহ। লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়নি কাদরি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ, আনজাযা ওয়াদাহ, ওয়া নাসারা আবদাহ, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদা।

(অর্থ- “নহে কোন উপাস্য এক আল্লাহ ব্যতীত। তিনি নিরীড়কুশ। রাজত্ব তাঁর-ই জন্ম। প্রশংসা তাঁর-ই জন্ম। তিনি সর্ববশিষ্ট কৃপমতাবান। নহে কোন উপাস্য এক আল্লাহ ছাড়া। তিনি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করছেন এবং তিনি একাই সর্ব দলকে পরাজিত করছেন।)[সহিহ মুসলিম (১২১৮)] এই যকিরিটি তনিবার উচ্চারণ করবনে এবং এর মাঝে দুআ করবনে। একবার এই যকিরিটি বলবনে এরপর দোয়া করনে। দ্বিতীয়বার যকিরিটি বলবনে এবং এরপর দুআ করবনে। তৃতীয়বার যকিরিটি বললে মারওয়া পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাবনে। তৃতীয়বারে আর দুআ করবনে না। যখন সবুজ কালার চহ্নিতি স্থানে পৌঁছবনে তখন যত জেরে সম্ভব দৌড়াবনে। কিন্তু কাউকে কষ্ট দবনে না। দলিলি হচ্ছ- হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা-মারওয়ার মাঝখানে সায়ী (প্রদক্ষিণ) করছেন এবং বলছেন: “আবতাহ দৌড়িয়ে পার হতে হবে।” [সুনানে ইবনে মাজাহ (২৪১৯), আলবানী হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করছেন] আবতাহ হচ্ছ- বর্তমানে দুইটি সবুজ রঙে চহ্নিতি স্থান। দ্বিতীয় সবুজ রঙ চহ্নিতি স্থান থেকে স্বাভাবিক গতি হাঁটবে। এভাবে মারওয়াতে পৌঁছবে। মারওয়ার উপরে উঠে কবিলামুখি হয়ে হাত তুলে দুআ করবে। সাফা পাহাড়ের উপর যা যা পড়ছে ও বলছে এখানে তা তা পড়বে ও বলবে। এরপর মারওয়া থেকে নমে সাফার উদ্দেশ্যে হটে যাবে। স্বাভাবিকভাবে হাঁটার স্থানে হটে পার হবে; আর দৌড়ার স্থানে দৌড়ে পার হবে। সাফাতে পৌঁছার পর পূর্বে যা যা করছে তা তা করবে। মারওয়ার উপরেও আগের মত তা তা করবে। এভাবে সাত চক্কর শেষে করবে। সাফা থেকে মারওয়া গেলে এক চক্কর। মারওয়া থেকে সাফাতে এলে এক চক্কর। তার সায়ীর মধ্যে যা খুশি যকিরি, দুআ, কুরআন তলোতায়োত করতে পারবে।

জ্ঞাতব্যঃ

(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)

(অর্থ- “নঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা’আলার নদির্শনগুলোর অন্যতম”)[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৮] এই আয়াতটি শুধু সায়ীর শুরুতে সাফার নকিটবর্তী হলে পড়বে। সাফা-মারওয়াতে প্রতিবার আয়াতটি পড়বে না যমেনট কিছু কিছু মানুষ করে থাকে।

চার: মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা:

সাত চক্কর সায়ী শেষে করার পর পুরুষ হলে মাথা মুণ্ডন করবে অথবা মাথার চুল ছোট করবে। মুণ্ডন করলে মাথার সর্বাংশে



চুল মুণ্ডন করতে হবে। অনুরূপভাবে চুল ছোট করলে মাথার সর্বাংশে চুল ছোট করতে হবে। মাথা মুণ্ডন করা চুল ছোট করার চয়ে উত্তম। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তনিবার দুআ করছেন; আর চুল ছোটকারীদের জন্য একবার দুআ করছেন।[সহিহ মুসলিম (১৩০৩)] পক্ষান্তরে নারীরা আঙুলেরে এক কর পরমাণ মাথার চুল কাটবে।

এই আমলগুলোর মাধ্যমে উমরা সমাপ্ত হবে। অতএব, উমরার মধ্যে রয়েছে- ইহরাম, তওয়াফ, সায়ী, মাথা মুণ্ডণ বা মাথার চুল ছোট করা।

আমরা আল্লাহ তাআলার প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদেরকে নকে আমল করার তাওফিক দেন। তিনি যেন আমাদের আমলগুলো কবুল করে নেন। নশ্চয় তিনি নকিটবর্তী ও প্রার্থনা কবুলকারী।

দখুন: আলবানীর ‘মানাসকিল হাজ্জ ওয়াল উমরা’ এবং শাইখ উছাইমীনরে ‘আল-মানহাজ লি মুরদিলি উমরা ওয়াল হাজ্জ’।